আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা

সিলেট বিভাগীয় কর্মশালা

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, উপশহর, সিলেট

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তে সিলেটের নগরের উপশহরস্থ একটি অভিজাত হোটেলের সম্মেলন কক্ষে 'আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রচারণা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় কর্মশালায় সিলেট বিভাগস্থ বিভিন্ন স্থানীয় এনজিও ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, অধিকার সচেতন ও সোচ্চার ব্যক্তি, ট্রেড ইউনিয়ন, নারীবাদী সংগঠন, পরিবেশবাদী সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ৯৪ জন ব্যাক্তি উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সিলেট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার আজম খান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এছাড়া মঞ্চে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জহিরুল হক শাকিল, সচেতন নাগরিক কমিটি সিলেট শাখার সভাপতি আজিজ আহমদ সেলিম, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম কিম, মানবাধিকার কর্মী ও হবিগঞ্জ বাপার সহ-সভাপতি তাহমিনা বেগম গিনি, এডাব এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা এম কে আজাদ, এফআইভিডিবি এর প্রতিনিধি জিয়াউল রহমান সিপার, আইডিইএ এর নির্বাহী পরিচালক নাজমুল হক, মানবাধিকার কর্মী হাসিনা মহিউদ্দিন।

পরিচিতি পর্ব সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্ট এর সহকারী পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দ। কর্মশালাটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক শওকত আলী টুটুল।

সিলেট: স্থানীয়করন বিষয়ক প্রচারণা

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সঞ্চালক শওকত আলী টুটুল বাংলাদেশে এনজিও কর্মকান্ডের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানবিক মূল্যবোধ থেকেই এখানকার এনজিওরা কাজ শুরু করেছিল। এখন কাজের পরিধী অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে মানবাধীকার- নারী অধিকারসহ বৃহৎ পরিসরের বিভিন্ন কাজে এনজিওরা সম্পৃক্ত হচ্ছেন। এর পরে তিনি আন্তর্জাতিক WHS নিয়ে আলোচনা করেন। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্থানীয়করনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায়ে এনজিও এবং সিভিল সোসাইটি আত্মমর্যাদা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এই সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে দিনব্যপী অনুষ্ঠিতব্য কর্মসূচির বর্ণনা করেন। তিনি বলেন WHS এর ফলাফলের আলোকে আমরা আঠারোটি প্রত্যাশা তুলে ধরেছি। আমরা তৃণমূলে ও স্থানীয় এনজিওর কাছে থেকে এর সাথে আরও সংযুক্তি আশা করছি। আমাদের আজকের কর্মশালায় আমরা বেশ কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো এবং আপনাদেরও নিজেদের উদ্যোগে অনেককিছু জানতে হবে।

সঞ্চালক শওকত আলী টুটুল কর্মশালার নীতিমালা ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক মোস্তফা কামাল আন্দ যুক্ত করেন ২০১৫ থেকেই আমরা স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। পাশাপাশি আমারা স্থানীয় এনজিওরা নিজেদের মূল্যায়ন করা ও নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রয়োজন আছে। এ উদ্যেশ্যেই এই বিভাগীয় সম্মেলনগুলো আয়জন করা হয়েছে।

সিলেট: স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারণা

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিলেটর ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার আজম খান বলেন, ‘বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও বিপুল জনসংখ্যার দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমানও বেশি এখানে। বিভিন্ন দুর্যোগসহ নানা সময়ে বিভিন্ন কাজে স্থানীয় ও বিদেশী দাতা সংস্থা সহযোগিতা করে থাকেন। তবে এসবের পরেও আমরা নিজস্ব অর্থে যাতে এই দেশ চলতে পারে এমন চিন্তাই করছি। বর্তমানে আমাদের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে। এককভাবে সমস্যা থেকে কেউ উত্তরন করতে পারবে না। সরকার কাজ করার সময়ে স্থানীয় সরকার ও এনজিওর কথা চিন্তা করে। তাই এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। সবাইকে নিয়ে একত্রে কাজ করলে সমস্যাগুলো আর থাকবে না।

এডাব এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা এম কে আজাদ বলেন, যেহেতু বৈষম্য বেড়েছে তাই স্থানীয় এনজিওদের অনেক কিছু করার রয়েছে।

আবদুল করিম কিম

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম কিম বলেন, সিভিল সোসাইটির আত্মমর্যাদাতে আঘাত করার মত পরিস্থিতি এই মুহূর্তে দেশে বিদ্যমান। যারা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে মানুষের পক্ষে কথা বলেন, দূর্ভাগ্য মানুষের স্বার্থে কথা বলাটাকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করা হয়। সিভিল সোসাইটি ও এনজিও দেশের জন্য কাজ করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেশ পরিচালনায় যারা থাকেন তারা সহজভাবে নেন না। আত্মমর্যাদা যখন নিয়ে চলতে হবে তাহলেই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে।

এফআইভিডিবি এর প্রতিনিধি জিয়াউল হাসান সিপার বলেন, প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আমাদের জ্ঞান অর্জনের অনেক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। তাই স্থানীয়ভাবে আমরা অনেক উদ্যোগ নিতে হবে। আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা কেউই আলাদা নই। তাই এ ধরণের আয়োজনে আমাদের এক থাকতে হবে।

সিলেট: শামনাজ আহমেদ

অক্সফাম প্রতিনিধি শামনাজ আহমেদ বলেন, আত্মমর্যাদাশীল একটি সমাজ গঠন করতে হবে। আত্মমর্যাদার সাথে সাথে সমমর্যাদার একটা বিষয় আছে। আমারা একজন আরেকজনকে মর্যাদা ও সম্মান দিব। আমাদের একটি প্লাটফর্মে এসে যৌথভাবে কথা বলতে হবে।

আইডিইএ এর নির্বাহী পরিচালক নাজমুল হক বলেন, অনেকেই বলেন আমাদের এখন এনজিওর প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে ধনী-গরীবের বৈষম্য বেড়েছে, অপরদিকে প্রজেক্টের সংখ্যা কমেছে। আর আমাদরে নজিদেরে মধ্যে কছিু দূর্বলতা আছে সে বষিয়ে আলে·াচনা করা প্রয়ে·াজন।

আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে সচেতন নাগরিক কমিট সিলেটের সভাপতি আজিজ আহমদ সেলিম বলেন, ‘আমাদের দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে হবে। এখন বিভক্তির কারণে অনেক সমস্যাতেই পড়তে হচ্ছে সকলকে। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক মর্যাদায় বৃদ্ধি কাজ করে যাবো। ’

মানবাধিকার কর্মী তাহমিনা বেগম গিনি বলেন, ‘সুশীল সমাজ ও এনজিওদের মধ্যে আত্মমর্যাদার ঘাটতি রয়েছে বলেই আমরা একসাথে একত্রিত হয়েছি। একত্রিত না হলে অনেক বেশি মানুষকে প্রভাবিত করা যাবে না।’

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখার সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘নাগরিক সমাজের আত্মমর্যাদা নষ্টের চেষ্টা চলছে। বাঙালি জাতিগতভাবে এক ছাতার নিচে বেশি দিন থাকতে পারে না। তবুও ইস্যুভিত্তিক বিষয় নিয়ে আমাদের এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। নাগরিক সমাজ ও এনজিও দুটি সেক্টরই দেশের জন্য কথা বলেন। তাই সকলের সমন্নয়ে কাজ করতে হবে।’

অংশীদারিত্বের নীতিমালা: উপস্থাপনা করেন শওকত আলী টুটুল, সহকারী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট।

অংশীদারিত্ব নীতিমালার ভিত্তি:

১. নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালন, পার্টনার এনজিওদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের নিকট জবাবদিহিতা।

২. মতামতের ভিন্নতা প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এগুলিকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি প্রদান।

৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব গঠন, তা ধরে রাখা এবং উন্নয়ন।

অংশীদারিত্বের পাঁচ নীতিমালা:

১. স্বচ্ছতা:

- সংগঠনসমুহের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় এবং তথ্য আদান-প্রদান এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা অর্জন।
- যোগাযোগ এবং আর্থিকসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা সংস্থাসমুহের মধ্যকার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি।

২. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৩. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৪. দায়িত্ব:

- সততার সাথে প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক উপায়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহের নৈতিক দায়িত্ব।
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, যোগ্যতা, সামর্থ্য এবং সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার পরই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- এসব প্রতিশ্রুতির অপব্যবহার সার্বিকভাবে প্রতিরোধের জন্য সংগঠনগুলো সদা সচেষ্ট থাকবে।

৫. সম্পূরক মনোভাব:

- সংগঠনসমূহ ভিন্নতা তখনই সম্পদ হবে যখন একে অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিবে এবং পরস্পর পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ের দক্ষতা অন্যতম একটি সম্পদ যা তৈরি ও বৃদ্ধি করতে হবে।
- যখনই সুযোগ আসবে মানবিক কর্মকাণ্ডে একে সংগঠনগুলি এটিকে অবিচ্ছেদ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে সচেষ্ট থাকবে।
- ভাষা ও কৃষ্টি অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এবং এই বাধা অতিক্রম করতে হবে।

প্রেজেন্টেশন পরবর্তী আলোচনায় অন্বেষার সামসুদ্দিন বলেন আমরা যারা কাজ করছি তাদের পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করেতে হবে, এটি যুক্ত করা যেতে পারে। রেজাউল ইসলাম চৌধুরী বলেন এখানে পেশাদারিত্ব মানবিক। কারন হিসাব রক্ষণের তহবিল থেকে তার দায়বোধের দিকে বেশি নজর দেয়া উচিত। পেশাদারিত্ব

শুধুমাত্র টেকনিক্যাল না হয়ে যেন মানবিক দিক বজায় রাখে সেই ব্যাপারে নজর দেয়ার কথা বলেন তিনি। রাজনৈতিক দলের সাথে সুসম্পর্ক রাখা বিষয়ক আলোচনায় বরকত উল্লাহ মারুফ বলেন ভিন্নমতেই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।

গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক শওকত আলী টুটুল।

২০১৫ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল নিয়োগ দেওয়া হয় "Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap" যার অন্যতম সুপারিশ ছিল সংকটকালীন অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন ও হ্রাস কল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদ নির্ভর মানবিক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করার বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস করা। যার মধ্যে আরো ছিল স্থানীয় সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং Transaction cost কমিয়ে আনা।

এসকল সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৩৫টির অধিক দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট, আন্তর্জাতিক এনজিও নিজেদের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার নাম "Grand Bargain"। WHS সম্মেলনে গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং WHS আউটকাম প্রতিবেদনে এটি যুক্ত হয়।

সই সকল দাতা ও সাহায্য সংস্থার যারা মানবিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল আরো কার্যকরী করতে ১০ টি মুল কর্মস্রোতের আওতায় ৫২ টি অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গ্রান্ড বার্গেইন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

কর্মস্রোতসমূহ:

১. অধিকতর স্বচ্ছতা
২. জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান
৩. নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা
৪. নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা
৫. যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন
৬. অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা
৭. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডকে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা
৮. দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা
৯. প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা
১০. মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা
এ বিষয়ে পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়।

চার্টার ফর চেইঞ্জ : উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

মসরুফবরকত উল্লাহ মারুফ তার প্রেজেন্টেশনে দাতা সংস্থার ফান্ড দেয়ার কারন ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ডোনারদের ফান্ড নেয়ার ব্যাপারে স্থানীয় সংগঠনের সমমর্যাদা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডোনারদের থিমের থেকে স্থানীয় অর্গানাইজেশনের চাহিদার ভিত্তিতে ফান্ড ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী। চার্টার ফর চেইঞ্জ এ ৪৩টি দেশের ১৫০ টি দাতা সংস্থা ৮টি প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেছে। সেগুলো হল।

১. মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত উন্নয়নশীল দেশগুলোর এনজিওগুলোর প্রতি সরাসরি অর্থ বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা
২. অংশীদারিত্বের নীতিমালা পুন-নিশ্চিত করা
৩. দক্ষিণের দেশসমূহের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা
৪. স্থানীয় দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা
৫. দেশীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া
৬. সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয় :
৭. ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি
৮. অংশীদারদের বিষয়ে জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ

মুক্ত আলোচনায় রেজাউল করিম চৌধুরী সিভিল সোসাইটি অধিকার ও কর্মক্ষেত্র ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর ভূমিকা আলোচনা করেন। আসিফ (বরিশাল) বলেন যারা বিভিন্ন এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করে নাই তাদের ব্যাপারে কি করা হতে পারে। জবাবে বরকত উল্লাহ মারুফ বলেন এটি ধীরে ধীরে হবে। তিনি বলেন শুধুমাত্র অবকাঠামো উন্নয়নের বাইরে সামগ্রিক উন্নয়নের কথা বলেন। সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন। এখন যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসছে, এর দায় বাংলাদেশের না। এটা শেয়ার্ড রেস্পন্সিবেলিটি। কিন্তু এ ব্যাপারে দাতা সংস্থার কোন ঘোষণা নেই।

তহবিল কার্যকারিতা থেকে উন্নয়ন কার্যকারিতা: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

AID effectiveness to Development Effectiveness এর আলোচনায় এইড মূলত দানের থেকে বেশি বাণিজ্যিক। বিভিন্ন পর্যায়ের এনজিওর জন্য ইস্তাম্বুল প্রিন্সিপ্যাল তৈরি করা হয়। GPEDC এর প্লাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একটা নৈতিক শক্তি অর্জন করেছি এবং এর মাধ্যমে আমরা ন্যয্যতাভিত্তিক পুণর্বণ্টনের জন্য দাবি করতে পারছি।

তহবিল কার্যকারিতা	উন্নয়ন কার্যকারিতা:
▪ দাতব্য	▪ ন্যায়বিচার ভিত্তিক
▪ দারিদ্রের লক্ষণ নিয়ে কাজ করা	▪ দারিদ্রের মূল কারণ নিয়ে কাজ
▪ মানব চাহিদা	▪ মানব অধিকার
▪ ট্রিকল ডাউন	▪ সমতাভিত্তিক বণ্টন

- স্বল্প মেয়াদী ফল
- দাতা সংস্থা চালিত
- নারী সমতা
- কর্মসংস্থান
- অরাজনৈতিক সেবা প্রদান
- দীর্ঘমেয়াদী ফল
- সকল উন্নয়ন অংশীদার চালিত
- জেন্ডার সমতা/ সাম্যতা
- মর্যাদাপূর্ণ কাজ
- রাজনীতিই ক্ষমতা

দলীয় কাজ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয় যাতে তারা আলোচনা করে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে নিজেদের মতামত ও প্রত্যাশা তুলে ধরতে পারেন।

সিলেট: বিভাগীয় কর্মশালা : দলীয় কাজ

দল ১: গ্র্যান্ড বার্গেইন-লোকালাইজেন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহের আলোকে, দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং সর্বোপরি সরকারে নিকট আমাদের কি কি প্রত্যাশা আছে, তা নিজেদের দলে আলোচনা করে একটা তালিকা তৈরি করা। এবং বড় দলে উপস্থাপন করে সবার মতামত নিশ্চিত করা।

দল ২: নিজেদের আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখতে ও যাদের জন্য কাজ করছি তাদের প্রতি, দেশের আইন কানুনের প্রতি, এবং যারা তহবিল দিচ্ছে ও ব্যবস্থাপনা করছে (দাতা সংস্থা ও দাতাদেশের জনগণ, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও) তাদের প্রতি নিজেদের জবাবদিহি করার জন্য আমরা নুন্যতম কি কি করতে পারি। এইরূপ একটি ঘোষণা পত্র তৈরি করা। এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরো উন্নয়ন করা।

দল ৩: স্থানীয় এনজিও- সিএসওদের মাঝে সমন্বিত ঐক্য তৈরি করার জন্য কি কি করা যায়? একটি সমঝোতা ভিত্তিক তালিকা তৈরি করা এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরো সমৃদ্ধ করা।

দল -০১ এর সুপারিশমালা:

১. VGD সহ দেশীয় ফান্ডের জন্য NGOAB সনদের দরকার নেই
২. সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবশ্যই লোকাল NGO থাকতে হবে
৩. বিদেশী ফান্ড দেয়ার ক্ষেত্রে CBOদের অগ্রাধিকার দেয়া

৪. ডোনারদের ওয়েব বাংলায় হতে হবে, বাংলায় পিপি লেখার সুযোগ থাকতে হবে, সার্কুলার বাংলায় হবে

৫. লোকাল NGO'র সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের অংশ থাকতে হবে।

৬. প্রকল্পে Contribution বন্ধ করতে হবে।

৭. লোকাল NGOদের Network শক্তিশালী করতে সরকারি আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।

দল -০২ এর সুপারিশমালা:

১. আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখতে আমাদের দায়িত্ববান এবং উদ্যোগী হতে হবে

২. অংশীদারিত্বের সম্পর্ক

৩. চৌকস এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করব

৪. বৈশ্বিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়িত্ববান হওয়া

৫. কথা এবং কাজে মিল রাখবো

৬. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

৭. দেশীয় আইন মান্য করব

৮. মাসিক সভা, অডিট, বার্ষিক সভা এবং রিপোর্ট করা কর্তৃপক্ষের কাছে।

৯. কোন ধরণের উপঢৌকন দেব না।

দল -০৩ এর সুপারিশমালা:

১. এনজিও কার্যক্রমে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে সিএসওদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে

২. তৃণমূল পর্যায়ে এনজিও এবং সিএসওদের একত্রিত করা

৩. স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সিএসওদের সহযোগিতা নেওয়া

৪. প্রতিটি সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন বিভাগকে সম্পৃক্ত করা

৫. স্থানীয় এনজিও এবং সিএসওর অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার ও দাতা সংস্থাকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে

৬. স্থানীয় এনজিও ও সিএসওদের লীড করে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা

৭. যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে এবং শেষে সরকার এবং স্থানীয় জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. SDG বাস্তবায়নে NGO এবং CSO দের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে

সিলেট: স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারণা

দলীয় উপস্থাপনা শেষে বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে আগত নারী অংশগ্রহনকরীরা বক্তব্য প্রদান করেন। হবিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধিত্ব করেন মানবাধিকার কর্মী আহমিনা বেগম গিনি ও সহকারী অধ্যাপক নাছরীন হক। সুনামগঞ্জ জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন সতী চক্রবর্তী। মৌলভীবাজার জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন প্রভা রানী, সিলেট জেলা থেকে বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক হাসিনা মহিউদ্দীন।

'প্রাকৃতজন' এর সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগীয় সমন্বয় কমিটির আহবায়ক তোফাজ্জল সোহেলর সমাপনী বক্তব্য ও একটি দেশাত্ববোধক গানের মাধ্যমে শেষ হয় কর্মশালা ও সম্মেলন।

মতামত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ম্যাক বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক এস এ হামিদ বলেন, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুদান হিসেবে দেয়ার জন্য সরকারের অনেক তহবিল আছে। স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতার মাধ্যমে যদি সংগঠনগুলোকে তহবিল দেয়া যায় তাহলেন সংগঠনগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারবে।

এ্যাড. রিংকু চক্রবর্তী জয়

এস এ হামিদ

মৌলভীবাজারের দূর্বার সহায়ক সংস্থার এ্যাড. রিংকু চক্রবর্তী জয় বলেন, নিম্ন মধ্যবৃত্তের আয়ে উন্নীত হবার ফলে অনেক দাতা সংস্থা আমাদের দেশে থেকে ডোনেশন তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাই টিকে থাকতে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকতে সরকার ও এনজিওর সমন্বিত উদ্যোগ দরকার।

ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জহিরুল হক শাকিল বলেন আর্থিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের এনজিওগুলো একটা সংকটে পরবে। এখনো আমরা ওই অবস্থায় যাই নাই। কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি থাকতে হবে।

ড. জহিরুল হক শাকিল

জিয়াউল রহমান সিপার

এফআইভিডিবি এর প্রতিনিধি জিয়াউল রহমান সিপার প্রতিষ্ঠিত এনজিওদের উদ্যোগী ভূমিকার পালন করার কথা উল্লেখ করে বলেন, পরিবর্তীত উন্নয়নের ধারণা নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। একই সাথে উদ্যোগী সিএসওদের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। আর স্থানীয় এনজিওদের টিকিয়ে রাখতে ডোনারদের সচেতন হতে হবে যেন তারা ধারাবাহিকভাবে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকেন।

এডাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কাজী মো. আবুল কালাম আযাদ বলেন দাতা সংস্থার উচিত আর্থ পরিচালনার বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে যদি সংস্থার অবস্থান ও সমাজের কাজগুলোর কত গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করতে পারে এবং রেসপন্স করতে পারে সেই বিষয়টি দেখা।

মো. আবুল কালাম আযাদ